Subject : Education

Course : CC-4 / GE-4 / CC-10

Topic : Hearing Impairment.
(শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা)

Note Down by Mousumi Pramanick.

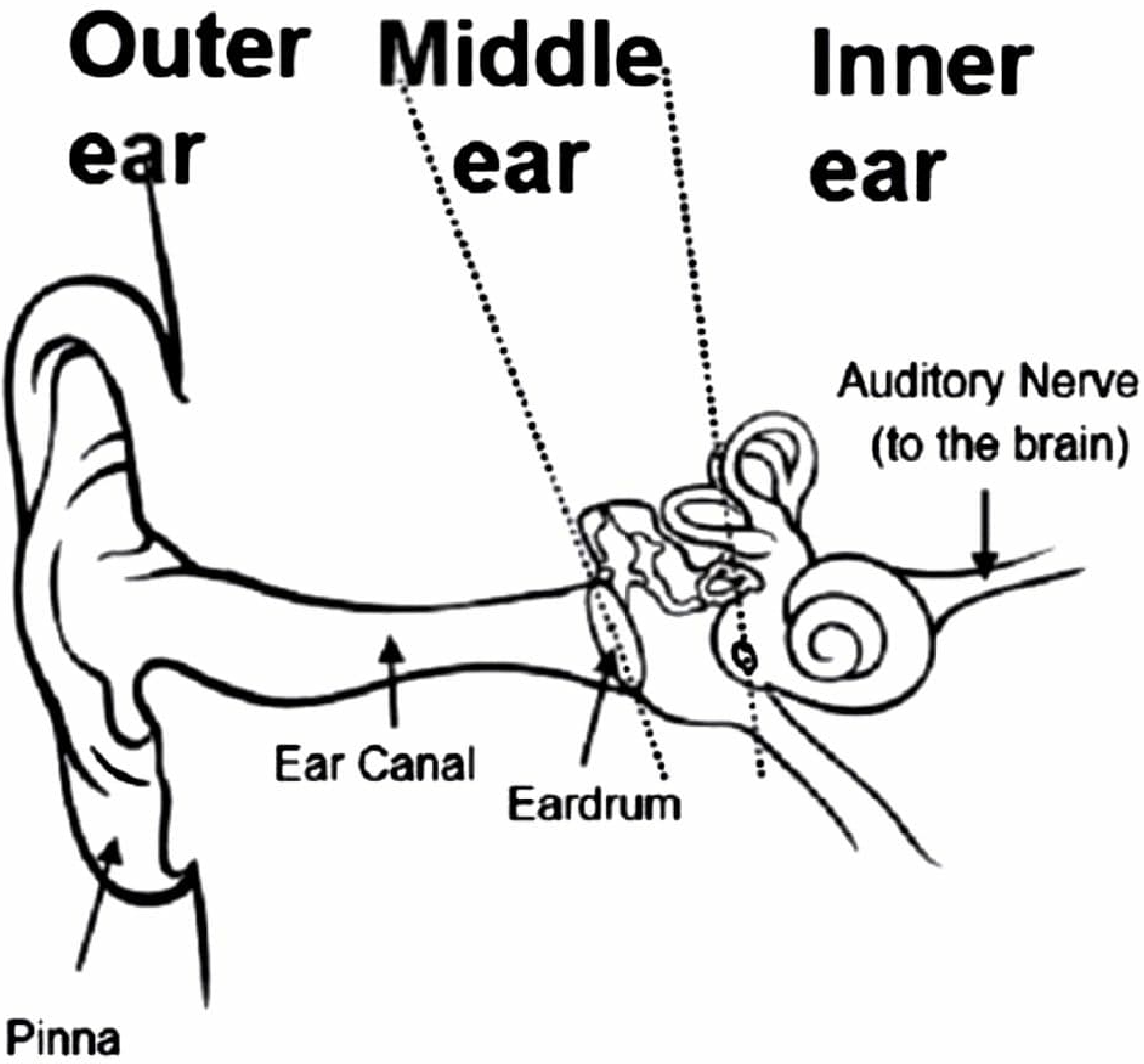


## Inner Ear Diagram

## ◆ শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা (Hearing Impairment):

শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোনোরকম ক্ষতি বা সমস্যা দেখা দিলে ব্যক্তি কম শুনতে পায় অথবা শুনতে পায় না। সাধারণভাবে একেই শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা বলা হয়।

সাধারণত দুই রকম শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে শ্রবণ অক্ষমতা এবং অপরদিকে বধিরতা বলে। কানে কম শোনা বা খাটো শোনা হল শ্রবণ অক্ষমতা। অপরদিকে, কোনো ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে শুনতে অক্ষম অথবা যন্ত্রনির্ভর হয়ে স্বল্প কিছু শুনতে পারাকে বধিরতা বলে।

### সংজ্ঞা:

আমেরিকার 'Individuals with Disability Act' (1990)'— এ বলা হয়েছে, বধিরতা হল এমন এক অবস্থা, যা ব্যক্তির মধ্যে যন্ত্র ছাড়া বা যন্ত্র-সহ অবস্থায় ভাষাগত উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার অর্থের উৎপাদন করতে ব্যর্থ হয় এবং তার শিক্ষাগত বিকাশে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

মনোবিদ অ্যালিস স্ট্রেঞ্জ বলেছেন – 'জন্ম থেকে যে শিশু শ্রবণশক্তিহীন হয়ে জন্মেছে অথবা যে শিশু এই ক্ষমতা হারিয়েছে প্রাক্‌-শৈশবে বাচনিক দক্ষতা অর্জন করা এবং ভাষার বিকাশের আগেই তাকে বলা হয় বধির।

** যেসব শিশু জন্মগতভাবে কানে শুনতে পায় না তারা কথা বলতেও শেখে না অর্থাৎ তাদের বাচনিক বিকাশও হয় না। এই কারণে জন্মগতভাবে যারা বধির তারা জন্মগতভাবে মূক বা বোবা হয়।

## ◆ শ্রবণ প্রতিবন্ধকতার কারণসমূহ:

শ্রবণ প্রতিবন্ধকতার কারণগুলি জন্ম-পূর্ববর্তীকালীন, জন্মকালীন এবং জন্ম-পরবর্তীকালীন — এই তিন ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হল।

### ১. জন্মপূর্ববর্তীকালীন কারণ:

(a) বংশগত: কারও কারও মতে, বধিরতা বংশগত কারণে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে পিতা-মাতা বধির হলে সন্তানও বধির হতে পারে।

(b) অপুষ্টি ও অসামঞ্জস্যতা: যদি পিতা-মাতার রক্তের সামঞ্জস্যতা না থাকে এবং গর্ভবতী মা অপুষ্টিতে ভোগেন তাহলে সন্তান বধির হয়ে জন্মাতে পারে।

(c) ওষুধ এবং মাদকের প্রভাব : ম্যালিডোমাইডস জাতীয় ওষুধ এবং বিভিন্ন মাদক দ্রব্য সেবন করলে গর্ভস্থ ভ্রূণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তার থেকেও বধিরতা আসতে পারে।

(d) রোগ সংক্রমন : সাইটোমেগালো ভাইরাস, টক্সোপ্লাজমোসিস, হার্পেস সিমপ্লেক্স, এবং রুবেলা প্রভৃতি রোগে সংক্রমনের কারনেও ভূমিষ্ঠ সন্তান বধির হতে পারে।

২. জন্মকালীন কারন :

(a) অসাবধানতা : প্রসবকালে মা অথবা ডাক্তারের অসাবধানতার কারনে ভূমিষ্ঠ সন্তান বধির হতে পারে।

(b) জন্মকালী শ্বাসকষ্ট : প্রসবকালে শিশুর গলায় জন্মনাড়ি পেঁচিয়ে থাকলে নবজাতকের শ্বাসকষ্ট হয়। ফলে মাথায় অক্সিজেন সরবরাহের ঘাটতির কারনে ভূমিষ্ঠ সন্তান বধির হতে পারে।

৩. জন্ম-পরবর্তী কারন :

(a) ভাইরাসের সংক্রমন : হাম, মাম্পস, মেনিনজাইটিস প্রভৃতি রোগের সংক্রমনের কারনে বধিরতার সৃষ্টি হতে পারে।

(b) বাহ্যিক আঘাত : ঠান্ডা লাগা, গলা ফুলে যাওয়া, এলার্জি প্রভৃতি কারনে বধিরতা সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া কানে কঠিন পদার্থ, দূষিত জল, মাটি ইত্যাদি প্রবেশ করলে তা বধিরতার সৃষ্টি হতে পারে।

(c) ওষুধ সেবন : কুইনাইন, অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইড ইত্যাদি অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করলেও বধিরতা দেখা দিতে পারে।

এছাড়া ওটাইটিস মিডিয়া হল পুঁজঘটিত একপ্রকার রোগ, যা মধ্যকর্নে সংক্রমিত হয়। অটোস্ক্লেরোসিস হল মধ্যকর্নের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিজনিত রোগ। এতেও আংশিক বধিরতার সৃষ্টি হয়।

## ◆ শ্রবণ প্রতিবন্ধকতার শ্রেনিবিভাগ ও সমস্যাসমূহ:

| শ্রেনিবিভাগ | মাত্রা | সমস্যার বর্ননা |
| --- | --- | --- |
| সামান্য | 26 - 40 ডেসিবল | 1. ক্ষীন বা ফিসফিস শব্দ শুনতে অসুবিধা হয়।<br>2. শোনায় সামান্য অসুবিধা হয়।<br>3. কথা বুঝতে অসুবিধা হয়। |
| মৃদু মাত্রা | 41 - 55 ডেসিবল | 1. মুখোমুখি কথা শুনতে পায়।<br>2. 3 - 5 ফুট দূরবর্তী স্থান পর্যন্ত বাক্যালাপ করতে পারে।<br>3. শব্দভান্ডার বা ভোকাবুলারি কম থাকে। |
| মধ্যম মাত্রা | 56 - 70 ডেসিবল | 1. সাধারন বাক্যালাপে অসুবিধা হয়।<br>2. জোরে কথা বললে শুনতে পায়।<br>3. দলগতভাবে আলোচনায় অসুবিধার সৃষ্টি হয়।<br>4. ভাষার বিকাশ অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়। |
| গুরুতর মাত্রা | 71 - 90 ডেসিবল | 1. পরিবেশ থেকে আসা শব্দ সবসময় বুঝতে পারে না।<br>2. ভাষার বিকাশ ত্রুটিপূর্ণ।<br>3. 1 ফুট দূরত্ব থেকেও জোরে কথা বলতে হয়। |
| চূড়ান্ত মাত্রা | 91 ডেসিবলের বেশি | 1. চিৎকার, বিবর্ধিত শব্দ শুনতেও অসুবিধা হয়।<br>2. শোনার চেয়ে দেখার উপর বেশি নির্ভরশীল।<br>3. ভাষার বিকাশ স্বাভাবিক হয় না।<br>4. অত্যন্ত জোরে শোনা শব্দও অর্থহীন হতে পারে। |
| বধির | কোনো শব্দই শুনতে পায় না। | যে কোনো ভাবে কোনো প্রকার শব্দই শুনতে অক্ষম। |

ভাষাগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শ্রবণ অক্ষমতার শ্রেনিবিভাগ —

1. প্রাক্-বাচনিক বধিরতা:

জন্মকালীন অথবা জন্ম-পরবর্তীকালীন বধিরতা যা শিশুর কথা বলার পূর্বেই দেখা যায়। এক্ষেত্রে শিশুর ভাষার বিকাশ হয় না।

২. জন্মোত্তর বধিরতা : ভাষা শেখার পরও ব্যাধি, দুর্ঘটনা অথবা গুরুতর কোনো শারীরিক কারণে কোনো ব্যক্তির বধিরতার সৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে শিশুর ভাষাগত বিকাশ যে স্তরে ছিল সেই স্তরেই থাকতে পারে বা উন্নীতও হতে পারে। তবে ভাষাজ্ঞান অবশ্যই থাকবে।

## ◆ শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধের ব্যবস্থাসমূহ :

1. গর্ভাবস্থায় সমস্ত রকমের যত্ন ও সতর্কতার প্রয়োজন।

২. কানে আঘাত লাগা, বাইরের বস্তুর প্রবেশ প্রভৃতি থেকে সতর্ক থাকা দরকার। এরকম ঘটলে উপযুক্ত সময়ে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

3. পিতা-মাতার রক্তের শ্রেণি এবং রেসাস পরীক্ষা করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

4. রুবেলার সংক্রমণ রুখতে রুবেলার ভ্যাকসিন নেওয়া প্রয়োজন।

5. আকস্মিক বিকট শব্দ, অতি উচ্চ শব্দযুক্ত বাজির শব্দ থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

6. স্নান করার সময় কানে জল ঢোকার থেকে সতর্ক থাকা উচিত।

7. বিভিন্ন ক্ষতিকারক মাদকদ্রব্যের ব্যবহার থেকে দূরে থাকা।

8. উপযুক্ত সময়ে নবজাতককে প্রতিষেধক প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।